সংবাদ

তারিখ ... 20 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার

পদোন্নতি পাওয়া ৪ শতাধিক শিক্ষককে মিস পোস্টিং

● ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে মাউশি ও মন্ত্রণালয়

রাকিব উদ্দিন

উল্টাপাল্টা পদায়ন নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ ও হতাশা। গত ১৩ মে পদোন্নতি পাওয়া এক হাজার ৬৩২ জন কর্মকর্তার মধ্যে প্রায় ৪শ' শিক্ষককে সুবিধাবঞ্চিত কলেজে পদায়ন করা হয়েছে। রেহাই পায়নি সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা নারী শিক্ষকও। অবিবেচক এই পদায়ন বাতিল ও পুনর্বিবেচনার জন্য শিক্ষকদের গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) ভিড় করতে দেখা যায়। অনেক নারী শিক্ষক শিশু সন্তান নিয়ে শিক্ষা ভবন ও মন্ত্রণালয়ে ভিড় করছেন। শিক্ষকদের এই ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষা প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, ভিড় সামলাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গেট তালাবদ্ধও রাখতে হচ্ছে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কোন মন্তব্য করতেও রাজি হচ্ছেন না। তারা একে অন্যকে দায়ী করছেন। তবে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে চেষ্টা করছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ও মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর সংবাদকে বলেন, 'আমরা কখনও হয়রানিমূলক পদোন্নতি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

পদোন্নতি পাওয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বদলি ও পদায়ন সমর্থন করি না। বদলি ও পদায়নের জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নীতিমালা চাই।' তিনি বলেন, 'সমিতি ও মাউশির পরামর্শ না নিয়ে একসঙ্গে প্রায় ১৬শ' শিক্ষকের পদায়ন করতে গিয়ে দুই থেকে তিনশ' শিক্ষককে মিস পোস্টিং (ভুল পদায়ন) করা হয়েছে। অনেক নারী শিক্ষককে ঢাকা থেকে পঞ্চগড়ে পদায়ন করা হয়েছে, যা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই মিস পোস্টিং সামলাতে গিয়ে মন্ত্রণালয়ের সব কার্যক্রম কলাপসড (স্থবির) হয়ে পড়েছে।' তিনি দ্রুত এই সংকট সমাধানের দাবি জানান। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের আবেদন ও কলেজের শূন্যপদ বিবেচনায় না নিয়ে আমলারা নিজেদের ইচ্ছেমত পদায়ন করায় এ নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয়েছে নারী, সংখ্যালঘু ও অসুস্থ শিক্ষকরা। এমনকি যেসব নারী শিক্ষকের স্বামী বিদেশে আছেন, তাদেরও দূর-দূরান্তের কলেজে পদায়ন করা হয়েছে। সংখ্যালঘু শিক্ষকদের টার্গেট করে সুবিধাবঞ্চিত এলাকার কলেজে পদায়ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পদায়নের তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক প্রনিতা ঘোষকে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে সিরাজগঞ্জের মনসুর আলী সরকারি কলেজ, বদরুন্নেছা সরকারি কলেজের প্রভাষক ফারহানা ফেরদৌসকে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে নওগাঁ সরকারি কলেজ, ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক মোছা. সোহেলী আক্তারকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, শিওর মানিকগঞ্জ কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক নাসরিন আক্তারকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ভূগোলের প্রভাষক বিদ্যুৎ কুমার রায়কে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে ফরিদপুরের সদরপুর সরকারি কলেজ, ইডেন কলেজের মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক প্রনতি রানী দাসকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে ময়মনসিংহ গফরগাঁও সরকারি কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের প্রভাষক মায়া ভট্টাচার্যকে পদোন্নতি দিয়ে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পদায়ন করা হয়েছে। টাঙ্গাইল নাগরপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক হাফসা বেগম মুন্নির মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষ হয়েছে গতকাল। অথচ তাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজে বদলি করা হয়েছে। বিসিএস শিক্ষা সমিতির একাধিক নেতা সংবাদকে জানান, আমলারা নিজেদের পরিচিত শিক্ষককে পছন্দনীয় কলেজে পদায়ন দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রায় ৪০০ সাধারণ শিক্ষককে শাস্তিমূলক পদায়ন দিয়েছে। পার্শ্ববর্তী জেলার কলেজে পদ ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও নারী ও সংখ্যালঘু শিক্ষককে দূর-দূরান্তের কলেজে পদায়ন করা হয়েছে। এই দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেকেই পদায়ন ঠেকাতে প্রভাবশালী নেতাদের কাছে তদবির করছে। এই নিয়ে এখন আর্থিক বাণিজ্যেরও অভিযোগ উঠেছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল ১৩ মে নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে ১৫৫ জন, সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে ৩৭৯ এবং প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে এক হাজার ৯৮ জন। তাদের গত ১৫ মে'র মধ্যে স্ব স্ব কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা থাকলেও অনেকেই গতকাল পর্যন্ত পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি।